ঝিনাইদহে খালকাঁটার উদ্বোধন করলেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ

পুকুর কাঁটাসহ নানা কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দুরীকরণে বিএডিসির সেচ বিভাগের অর্থায়ণে জেলাব্যাপী খালকাটা কর্মসুচি চালুকরা হয়েছে।

সোমবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটী খালের সাড়ে ৫ কিলোমিটার পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সেরাজ কুমার নাথ। জেলা প্রশাসক এ সময় ভেকু গাড়ি দিয়ে নিজেই খাল কেটে উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যড আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বদরুদ্দোজা শুভ, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আবুবকর সিদ্দিক, বিএডিসির ঝিনাইদহ জোনের সহকারী প্রকৌশলী মাযহারুল ইসলাম, সাধুহাটী বীজ উৎপাদন খামারের উপ-পরিচালক আলতাফ হোসেন,

বিএডিসির উপ-সহকারী প্রকৌশলী সৌরভ কুমার, সাধুহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দীন, সাগান্না ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলাউদ্দীন আল মামুন ও মধুহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আলতাফ হোসেন বিশ্বাস, সাধুহাটীর ইউপি মেম্বর মুরসালী, মতিয়ার মালিথা ও সাংবাদিক গিয়াসউদ্দীস সেতু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি সুত্রে জানা গেছে, সাধুহাটী ফার্ম থেকে সদর উপজেলার চোরকোল পয়েতাপুর পর্যন্ত সাড়ে ৫ কিলোমিটার খাল কাটা হবে এতে ব্যয় হবে।

ঝিনাইদহ বিএডিসির উপ-সহকারী প্রকৌশলী সৌরভ কুমার জানান, জেলা ব্যাপী খাল পুনঃখননের অংশ হিসেবে সদরের বংকিরা গ্রামের কাজলের খাল, রাঙ্গিয়ার পোতা দোলতেমারা খাল, কুশাবাড়িয়া, কালিকাপুরের চাতরার খাল, নিজপুটিয়া ও শৈলকুপার দুলালপুর মিলে প্রায় ২৭ কিলোমিটার খালকাটা হয়েছে।

এ জন্য দুইলটে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৩৪ লাখ টাকা। খাল খনন ও পুনঃখননের ফলে জলাবদ্ধতা দুর হবে বলে কৃষকরা জানিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগের দাবিতে ঝিনাইদহে বিএনপির মানববন্ধন

নির্বাচন কমিশনের ব্যার্থতায় দেশব্যাপী পৌরসভা নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে শহরের এইচএসএস সড়কের দলটির জেলা কার্যালয়ে সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন ঝিনাইদহ পৌর বিএনপি।

এতে ব্যানার ফেস্টুন দলটির জেলা, উপজেলা ও পৌর শাখার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এ্যাড. এসএম মশিয়ুর রহমান, সদস্য সচিব এম এ মজিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদুজ্জামান মনা, থানা বিএনপির আহ্বায়ক মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল মজিদ বিশ্বাসহসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা, প্রথম ধাপে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে অবিলম্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সব কমিশনারের পদত্যাগ দাবী করেন।

শৈলকুপায় মাসিক আইনশৃংখলা সভার উপস্থিতি দেখে সবাই হতাশ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা কার্য়ালয়ের সম্মেলন কক্ষে সোমবার ১০-৩০ মিনিটের সময় মাসিক আইন শৃংখলা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার কানিজ ফাতেমা লিজার সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন শৈলকুপা পৌরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এ সভা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সভায় ১৪ চেয়ারম্যান এর মধ্যে উপস্থিত ছিল শুধুমাত্র ১ জন চেয়ারম্যান বাকিরা সবাই অনুপস্থিত।

বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানরা বেশীরভাগ অনুপস্থিত ছিল। আইনশৃংখলা সভার উপস্থিতি এমন দেখে সবাই হতাশা প্রকাশ করে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, মাসিক আইন শৃংখলা সভার উপিস্থিতির ব্যাপারে সবাইকে সময়মত হাজির থাকার কথা বলা হবে, আশা করি সবাই কথা শুনবে এবং সবাইকে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন এসিল্যান্ড পার্থ প্রতিম শীল, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবী কালু, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মনোয়ার হোসেন মালিথা, প্রেসক্লাব সভাপতি এম হাসান মুসা ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন আক্তার পলাশসহ প্রমুখ।

শৈলকূপা পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে উপজেলা জাসদের সমর্থন প্রদান

আগামী ১৬জানুয়ারী পৌরসভার দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে ঝিনাইদহের শৈলকূপা পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রতিকের প্রার্থী আশরাফুল আজিম আজমের পক্ষে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে শৈলকূপা উপজেলা জাসদ।

গত শনিবার শৈলকুপা উপজেলা জাসদ ও পৌর জাসদের যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ খান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানা যায়। লিখিত বক্তব্যে, শৈলকূপা পৌর সভায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের কোন প্রার্থী না থাকায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আশরাফুল আজিম আজমকে ১৪দলীয়

জোটের প্রার্থী হিসেবে পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত জাসদের সকল নেতা কর্মীকে নৌকা প্রতীকের পক্ষে কাজ করার জন্য নির্দেশনার পাশাপাশি অনুরোধ জানিয়েছেন।

সাগান্নায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উৎযাপিত

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭২ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে রক্তস্নাত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। পূর্ণতা পায় বাঙালির বিজয়।

মহান এই নেতার প্রত্যাবর্তনে স্বাধীনতাসংগ্রামের বিজয় পূর্ণতা পায়। বিশ্বজুড়ে জাতি পরিচিতি পায় বীর বাঙালি হিসেবে। স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে ‘অন্ধকার হতে আলোর পথে যাত্রা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বিকাল ৪.০০ টায় ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন এর সভাপতিত্বে সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ কার্যালয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহঃ সভাপতি, জহর মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ নাজমুল হক তুরফি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, গাজী আবদুল হালিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোখলেসুর রহমান শিলু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, আকবর হোসেন।

সাগান্না ইউনিয়ন কৃষক লীগ সাবেক সাধারণ সম্পাদক, আমির হোসেন।

সাগান্না ইউনিয়ন কৃষক লীগ সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক শেখ রুহুল আমিন, যুগ্ম-আহবায়ক মোঃ ফজলু করিম ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ আলী, জাহাঙ্গীর আলম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে দীর্ঘ ১৪ বছর পর চালু হলো সরকারী শিশু হাসপাতাল

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘ ১৪ বছর পর চালু হয়েছে ঝিনাইদহের ২৫ শয্যা বিশিষ্ট সরকারী শিশু হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম। শনিবার দুপুরে ফিতা কেটে হাসপাতালটির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিব আসাদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় পরিচালক ডা: রাশেদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা । উদ্বোধন শেষে অতিথিরা হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন।

সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগম জানান, দেশের প্রথম এই সরকারি শিশু হাসপাতালে এখন থেকে বর্হিঃবিভাগে শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্তঃবিভাগও চালু করা হবে।

প্রতিদিন একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ও দুই জন মেডিকেল অফিসার শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদাণ করবেন। ২০০৬ সালে জেলা শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় নির্মাণ করা হয় এই হাসপাতালটি।

আগামী ১০ বছরের মধ্যে ভারতের থেকে রেল ব্যবস্থায় উন্নত হবে বাংলাদেশ- মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের রেলওয়ে ব্যবস্থা ভারতের থেকে উন্নত হবে। যেভাবে রেলে বিনিয়োগ চলছে এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে উন্নত রেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ শামছুজ্জামান।

শনিবার দুপুরে কালীগঞ্জের বারোবাজার রেলস্টেশনে কৃষিপণ্য পরিবহণের জন্য লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত বিষয়ক অংশীজন সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের রেলওয়ের কারিগরি মান ইউরোপসহ আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য। দেশের রেওলয়ের আধুনিকায়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এভাবে চললে আমাদের দেশের রেল ব্যবস্থা উন্নত হতে বেশি সময় লাগবে না।

এর আগে অংশীজন সভায় ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার, বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মিহিরকান্তি গুহ, রেলওয়ের রাজশাহী আরএনবি’র চীফ কমাডেন্ট আশাবুল ইসলাম, পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার মোহাম্মদ আহছান উল্যা ভূঞাঁ, প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী মোহাম্মদ কুদরত-ই খুদা, প্রধান প্রকৌশলী আল ফাত্তাহ মোঃ মাসউদুর রহমান, চীফ অপারেটিং সুপারিনটেনডেন্ট শহিদুল ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার পিড়াগাতি আফতাব উদ্দীন স্মৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার দিনব্যাপী চক্ষু রোগীদের জন্য এ মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এসময় ৫ শতাধিক চক্ষুরোগীকে ১০ জন চিকিৎসক চক্ষু সেবা প্রদাণ করে।

আফতাব উদ্দীন স্মৃতি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বলেন, ৫শতাধিক রোগির মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১শত ৩০ জন রোগীকে চোখের ছানী অপারেশনের জন্য খুলনা শিরোমনি বি এন এস বি চক্ষু হাসপাতালে পাঠানো হবে।

এছাড়াও সকল রোগিকে বিনামূল্যে চশমা ও ঔষধ প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সমাজ সেবক আলমগীর হোসেন।

হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার নৌকার প্রার্থী ফারুক হোসেনের সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের মেয়র প্রার্থী মোঃ ফারুক হোসেনের সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় হরিণাকুণ্ডু প্রেস ক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। হরিণাকুণ্ডু প্রেস ক্লাবের সভাপতি

এম সাইফুজ্জামান তাজুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এইচ মাহবুব মিলুর সঞ্চালনায় মোঃ ফারুক হোসেন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

এসময আরও বক্তব্য রাখেন হরিণাকুণ্ডু প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুব মোর্শেদ শাহীন, দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিনিধি ও হরিণাকুণ্ডু প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা শাহানুর আলম, প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান বাদল, মোস্তাফিজুর রহমান এলবি লিটন, মামুনর রশীদ টোটন, আনন্দ টিভির জাফিরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম টুকুসহ অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ।

এসময় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে মোঃ ফারুক হোসেন বলেন, সাংবাদিকরা জাতির বিবেক আগামী ৩০ জানুয়ারী, হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেই নির্বাচন যেন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয় সেটাই আমার উদ্দেশ্য। আপনারও নিরাপেক্ষ থেকে সংবাদ পরিবেশন করবেন বলে আমি আশাকরি।

আমি বা আমার কর্মী সমর্থক বাহিনী যদি কোন ধরণের আচরণ ভঙ্গেরমত কাজ করে তাহলে আমার কাছে জানালে খুশি হবো। উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বা কোন ব্যক্তি গোষ্টির প্ররোচণায় মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করবেন না বলেও আমি আশা করি।

সবশেষে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা দিয়েছেন আমি এর সম্মান রক্ষা করার চেষ্টা করে যাব এবং আমি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে, আমার রাজনৈতিক অভিভাবক জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসস সদস্য, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে এবং তাদের সহযোগীতায় হরিণাকুণ্ডুকে সি গ্রেডের পৌরসভা থেকে এ গ্রেডের পৌরসভায় উন্নিত করার চেষ্টা করে যাব।

দামুড়হুদার কানাইডাঙ্গা-

ছাতিয়ানে কৃষি জমিতে মাটি কাটার হিড়িক

দামুড়হুদার কানাইডাঙ্গা-ছতিয়ানতলা গ্রামের মাঝ মাঠে কৃষি জমিতে ভেকু মেশিন দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে। অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কাটার ফলে খাদ্য ঘারতি হতে পারে বলে ধারণা করছে সচেতন মহল।

সরেজমিনে ও অভিযোগে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা- ছাতিয়ানতলা এই দুই গ্রামের মাঝ মাঠে ভেকু মেশিন দিয়ে অবৈধ উপায়ে কৃষি জমি থেকে মাটি উত্তোলন করে চলেছে চিহ্নিত দুই জন ভূমিদস্যু। চিহ্নিত এই দুইজন ভূমিদস্যু হলো হুদাপাড়া গ্রামের নাজমুল হাসান গ্যাগা ও চন্দ্রবাস গ্রামের রাজ্জাক।

বেশ কিছুদিন যাবত এই দুই চিহ্নিত ভূমিদস্যু কানাইডাঙ্গা- ছাতিয়ানতলা এই দুই গ্রামের মাঝের মাঠে ফসলি জমি থেকে অবৈধ ভাবে মাটি কেটে উপজেলার বিভিন্ন ইট ভাটায় বিক্রি করে আসছে। এই দুই গ্রামের কৃষকরা তাদের মাঠের ফসলি জমি থেকে মাটি কে বিক্রি করতে একাধিকবার নিষেধ করলেও তারা কোনো কর্ণপাত না করাই কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ভূমিদস্যুরা প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের ভয়ে জোর গলায় কথাও বলতে পারছে না।

এ বিষয়ে ঐ এলকার ভূক্তভোগী কৃষকরা কৃষি জমি বাঁচাতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সু-দৃষ্টি কামনা করেছে। এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ জানান, অবৈধ উপায়ে মাটি কেটে বিক্রিকারী যেই হোক না কেনো তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।